শামায়েলে তিরমিজি : ১

শামায়েলে তিরমিজি

[নবিজি এমন ছিলেন]

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম তিরমিজি রহ.

অনুবাদ

ইলিয়াস খান

ব্যাখ্যা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

বানানসংশোধন

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

শামায়েলে তিরমিজি
ইমাম তিরমিজি রহ.

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikprokashon1@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২ ইং

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

২১শে বইমেলা পরিবেশক : প্রিতম প্রকাশ

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
bookriver.bd.net
signature of noor
raiyaanshop.com
hoqueshop.com

দুই খণ্ড একত্রে মূল্য : ১১০০/-

সূচিপত্র

ইমাম তিরমিজি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী..৫
শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী....................৭
লেখকের ভূমিকা..৯
অনুবাদক পরিচিতি...১২
অনুবাদকের কথা..১৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে.......১৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোহরে নবুওয়াত সম্পর্কে.৪০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুলের বর্ণনা.................৬০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কেশ বিন্যাস সম্পর্কে.......৬৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে....৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিজাব ব্যবহার সম্পর্কে....৮৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে.....৮৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে.৯৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনযাপন সম্পর্কে......১১০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোজা ব্যবহার করা প্রসঙ্গে..১১৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জুতা প্রসঙ্গে.............১১৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আংটি সম্পর্কে............১৩০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আংটি পরিধান প্রসঙ্গে....১৪২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরবারির বিবরণ.........১৫২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লৌহবর্মের বিবরণ.......১৫৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিরস্ত্রাণের বিবরণ........১৫৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাগড়ি সম্পর্কে...........১৬৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লুঙ্গির বর্ণনা...............১৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চলাফেরার ধরন..........১৮২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বসার ধরন ও অবস্থা.....১৮৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেলান দেওয়ার বস্তু সম্পর্কে১৯১

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহার করার বিবরণ.....১৯৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাবার রুটির বিবরণ......২০৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরকারির বর্ণনা..........২১৩
খাবারের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অজু.......২৫৪
খাবারের পূর্বে ও পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুআ..২৫৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানপাত্র..................২৬৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফলমূলের বর্ণনা...........২৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানীয় জিনিসের বিবরণ..২৮২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পান করার পদ্ধতি সম্পর্কে...২৯১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুগন্ধি ব্যবহার............৩০৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাবার্তা কেমন ছিল.....৩১৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাসি.......................৩২১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রসিকতা সম্পর্কে.........৩৩৬

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিপত্র

কবিতা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা.........৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিদ্রা........................৫৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইবাদত.......................৭৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাশতের সালাত...........১২৭
ঘরে নফল সালাত আদায় করা সম্পর্কে......................................১৩৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রোজা......................১৪২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিরাআত..................১৫৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্রন্দন......................১৭১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানা.....................১৮৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয় ও নম্রতা...........১৮৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তম চরিত্র...............২০৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লজ্জা......................২২৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিঙা লাগানো............২৩০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক...............২৩৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবিকা....................২৪৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স সম্পর্কে.............২৬৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইনতিকাল.................২৬৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিরাস সম্পর্কে............৩০৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে........৩১৮

ইমাম তিরমিজি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশপরিচয়:

আল-হাফিজ, আল-ইমাম আবু ইসা মুহাম্মাদ ইবনু ইসা ইবনু সাওরাহ ইবনু মুসা আল-বুগি আত-তিরমিজি। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মারভ শহরের অধিবাসী ছিলেন। তারপর তারা খুরাসানের তিরমিজ শহরে স্থানান্তরিত হন। তৎকালে তিরমিজ শহরকে বলা হতো 'মদিনাতুর রিজাল' বা বহু মনীষীর শহর।

জন্মস্থান:

ইমাম তিরমিজি রহ. ২০৯ হিজরিতে তিরমিজ (বর্তমান উজবেকিস্তানে অবস্থিত) শহরের অন্তর্ভুক্ত বুগ নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য তাকে 'বুগি'-ও বলা হয়। তবে 'তিরমিজি' অধিক প্রসিদ্ধ।

শিক্ষাজীবন:

প্রথমে তিনি নিজ শহর তিরমিজে ইলম অর্জন করেন। তারপর হিজাজ, মিশর, শাম, কুফা, বসরা, খুরাসান, বাগদাদ-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সফর করেন এবং উলুমে শরিয়ার বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

তাঁর উস্তাদ:

তিনি জগদ্বিখ্যাত অসংখ্য মনীষী থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন— ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, আহমাদ ইবনু মানি, মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার, হান্নাদ ইবনুস সারি, মাহমুদ ইবনু গাইলান।

তাঁর শাগরিদ:

অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো— আহমাদ ইবনু ইউসুফ আন-নাসাফি, আবু হামিদ আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ মারুফি, হুসাইন ইবনু ইউসুফ আল-ফিরাবরি, হাম্মাদ ইবনু শাকির, রাবি ইবনু হাইয়ান আল-বাহিলি।

তাঁর সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত:

হাফিজ শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি রহ. বলেন, আবু ইসা আত-তিরমিজি ছিলেন হাফিজ, আলিম, 'জামি আত-তিরমিজি' গ্রন্থের সংকলক। তাঁর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলেই একমত।

ইমাম ইবনু হিব্বান রহ. বলেন, আবু ইসা ছিলেন হাদিসের হাফিজ এবং হাদিস সংকলনকারীগণের অন্যতম।

ইমাম হাকিম আন-নিসাপুরি রহ. বলেন, উমর ইবনু আলাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম বুখারি রহ. তাঁর ইনতিকালের পর খুরাসানে ইলম, তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে আবু ইসা রহ.-এর অনুরূপ কাউকে রেখে যাননি। আল্লাহ তাআলার ভয়ে অধিক ক্রন্দনের কারণে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং এ অবস্থায় কয়েক বছর অতিবাহিত করেন।

তাঁর রচনাবলি:

জামি আত-তিরমিজি (জগদ্‌বিখ্যাত একটি কিতাব) আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ (এটি এই কিতাবেরই ব্যাখ্যাগ্রন্থ), আল-আসমা ওয়াল কুনা, আল-ইলালুস সুগরা, আল-ইলালুল কুবরা।

তাঁর মৃত্যু:

তিনি ২৭৯ হিজরির ১৩ই রজব সোমবার রাতে তিরমিজ শহরের বুগ নামক এলাকায় ইনতিকাল করেন। তাঁকে বর্তমান উজবেকিস্তানের তিরমিজ থেকে ৬০ কি. মি. উত্তরে শিরাবাদে দাফন করা হয়।

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ। জন্ম ৭ই জুন ১৯৬০ সাল মোতাবিক ৩০শে জিলহজ্ব ১৩৮০ হিজরি। জন্মের আগে তার মা-বাবা ছিলেন সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে। অভাব অনটনের মাঝেই চলছিল তাদের সংসার। কোনো এক কারণে বেশি দিন থাকতে পারেনি আলেপ্পো শহরে। পাড়ি দিতে হয় সৌদিআরবে। সৌদিআরবেই তার জন্ম। ছোট্ট শিশু মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ। এই ছোট্ট শিশুই আজ ‘দায়ি ইলাল্লাহ’ হিসেবে আরববিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেন সরল সঠিক পথে। এতেই গাত্রদাহ শুরু হয় তথাকথিত প্রগতিশীলদের মানসপটে। ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে যাঁর ঠিকানা হয় বর্তমান সৌদি সরকারের বন্দিশালায়।

শিক্ষাজীবন

শিক্ষাজীবন শুরু হয় সৌদির রাজধানী রিয়াদে। প্রাথমিক, জুনিয়র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয় এখানেরই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তারপর সৌদি আরবেরই ‘দাহরান’ শহরে অবস্থিত কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি থেকে ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ে সম্মানের সাথে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ইসলামি ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায, শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমিন, শাইখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল জিবরিন-এর নিকট। তবে সবচেয়ে বেশি সময় কাটান শাইখ আব্দুর রহমান নাসির আল বাররাকের সংস্পর্শে। সুমধুর কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শেখেন শাইখ সাঈদ আল আব্দুল্লাহ-এর মুখে। আরও যে-সব শাইখের নিকট জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, তাদের কয়েকজন হলেন—শাইখ সালেহ ফাওজান আল ফাওজান, শাইখ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ ওলিদ সিদি আল হাবিব আশ শানকিতি, শাইখ আব্দুল্লাহ মুহদিস আজ জামিল, শাইখ আব্দুর রহমান সালেহ আল মাহমুদ প্রমুখ। এ ছাড়াও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. এর নিকট। তাঁরই সান্নিধ্যে থাকেন প্রায় দীর্ঘ ১৫ বছর। ইনিই হলেন তিনি, যিনি তাঁকে দীনি শিক্ষা ও দায়ি ইলাল্লাহ-এর কাজে লেগে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ইনিই হলেন তিনি, যিনি তাঁর জন্য দাম্মামের ‘দাওয়াহ ও ইরশাদ’ বিভাগে নিযুক্তির সুপারিশ করেন। ইনিই হলেন তিনি, যিনি ভাষণ দান ও খুতবা প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দানের জন্যও সেখানকার

কর্মকর্তাদের নিকট চিঠি লেখেন। এই শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ.-এর প্রচেষ্টায় তিনি বর্তমান আরববিশ্বের সামনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একজন খতিব হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন।

কারাগারে যাওয়ার আগে তিনি আল খুবার শহরের উমর ইবনে আব্দুল আজিজ মসজিদে ইমাম ও খতিবরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং বিভিন্ন সময়ে সর্বোচ্চ স্কলারদের সম্মুখেও ইসলামিক লেকচার পেশ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের ক্লাসও নেন। যে-সব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেন, তন্মধ্যে রয়েছে—তাফসিরু ইবনি কাসির, শরহে সহিহুল বুখারি, ফতোয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা, শরহে সুনানুত তিরমিজি, শরহে কিতাবুত তাওহিদ লিশ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব।

‘আল কুরআনুল কারিম’ চ্যানেলে শাইখ দুটি অনুষ্ঠান করেন। একটির নাম—‘বাইনান নবি ওয়া আসহাবিহি’, আর দ্বিতীয়টির নাম—‘খুতুবাত আলা তারিকিল ইসলাম’। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য টিভিতেও অনুষ্ঠান করে থাকেন। শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ নন্দিত বক্তা হিসাবেও পরিচিত আরববিশ্বের নিকট। তাঁর বক্তৃতার অনেক অডিও-ভিডিও গুগল, ফেসবুক, ইউটিউব, মোবাইল অ্যাপসহ সর্বত্রই পাওয়া যায়। সেগুলো শ্রবণে মুসলমানদের ইমান জাগ্রত হয় নব উদ্যমে। শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক ইসলামিক ওয়েবসাইট [Islamqa.info] চালু করেন ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে [উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, এটিই আরববিশ্বের প্রথম ইসলামবিষয়ক ওয়েবসাইট। তবে সৌদি সরকার ২০১০ সালে কয়েক বছরের জন্য এটির সম্প্রচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখে]। তবে এখন চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও তিনি ইসলামবিষয়ক ওয়েবসাইট প্ল্যাটফর্ম Islam Web Site-এরও সিইও, যেখান থেকে আটটি ওয়েবসাইট পরিচালিত হয়। তিনি জাদ গ্রুপেরও সিইও। এই সংস্থাটি ইসলামিক শিক্ষা ও দাওয়াহ-বিষয়ক মুঠোফোন ও টেলিফোন কন্টেন্ট তৈরি করে, টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার এবং ইসলামিক বই প্রকাশনার কাজও করে থাকে।

লেখার মাধ্যমেও শাইখ দাওয়াতের অনেক কাজ করে থাকেন। এত ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলোর প্রত্যেকটিই পাঠকপ্রিয়তায় বেস্টসেলার হিসাবে খ্যাত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাগ্রন্থটিও লেখকের অনন্য গ্রন্থের একটি। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে কবুল করুন। আমিন।

লেখকের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

নবিজির উত্তম চরিত্র, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও তাঁর আদর্শ বোঝার জন্য এবং অনুকরণের জন্য তালিবুল ইলমদের 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ' অধ্যয়নে মনোযোগ ও গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ' কিতাবটি এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ এর গুরুত্ব দিয়েছেন।

হাফিজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'অতীত ও বর্তমানে শামায়েল সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিতাব লিখেছেন। কেউ পৃথকভাবে আবার কেউ অন্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বাধিক উপকারী হলো, ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রসিদ্ধ কিতাব *আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ*।'

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মূলত ইলমি দরসসমূহ। এর পাঠদান সম্পূর্ণ হয়েছে খুবার শহরে মসজিদে উমার ইবনু আব্দুল আজিজে ১৪২৫ থেকে ১৪২৬ হিজরিতে। তারপর তা একত্র করা হয়, সুবিন্যস্ত করা হয়, পুনরায় লেখা হয় এবং সাজানো হয়।

নিম্নোক্ত মানহাজ অনুকরণে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে—

১. 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ'-এর হাদিসসমূহ থেকে শুধু সহিহ হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. পূর্বে অনুরূপ হাদিস উল্লেখিত হওয়াতে তাকরার থেকে বাঁচার জন্য কিছু সহিহ হাদিসও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে উপকারিতা ও প্রয়োজনবোধে কিছু হাদিস বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. সহিহ হাদিস ছাড়াও কিছু জয়িফ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, এর শাওয়াহিদ থাকার কারণে এবং এতে সুস্পষ্ট ফায়দা ও চমৎকার দর্শন থাকার কারণে।

৪. ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ফকিহগণ, হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ ও ভাষাবিদগণের কথার ওপর নির্ভর করা হয়েছে এবং তাদের মতামত হুবহু অথবা এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করছি, তিনি যেন এই মেহনতকে শুধু তাঁর জন্য কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে সবাইকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি বান্দার আকুতি শোনেন এবং তা কবুল করেন।

'আশ-শামাইল' শব্দের পরিচয়

'আশ-শামাইল' الشَّمَائِل শব্দটি شِمَال শব্দের বহুবচন। খলিল ইবনু আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'الشِّمَالُ শব্দের অর্থ: স্বভাব, চরিত্র, আকৃতি। এর বহুবচন হলো : شَمَائِلُ।

বলা হয়—إنّها لَحَسَنَةُ الشَّمَائِلِ অর্থাৎ তার অবস্থা ও আকৃতি আকর্ষণীয়। আর বলা হয়—رَجُلٌ كَرِيمُ الشَّمَائِلِ অর্থাৎ সাহচর্য ও আখলাক-চরিত্রে লোকটি অতুলনীয়।'[১]

জাওহারি রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, 'الشِّمَالُ অর্থ : আখলাক, চরিত্র। এর বহুবচন হলো : الشَّمَائِل।'[২]

আবু ইবরাহিম আল-ফারাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'الشَّمَائِل শব্দটি কখনো আখলাক-চরিত্রের অর্থে, আবার কখনো শরীরের গঠন আকৃতির অর্থে ব্যবহৃত হয়।'[৩]

আবুল কাসিম আত-তলাকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'شِمَال শব্দের অর্থ হলো : স্বভাব, চরিত্র, আকৃতি ইত্যাদি। যেমন বলা হয়—إنّها لَحَسَنَةُ الشَّمَائِلِ অর্থাৎ

[১] আল-আইন : ৬/২৬৫।
[২] আস-সিহাহ : ৫/১৭৪০।
[৩] মুজামু দিওয়ানিল আদাব : ১/৪৬৭।

তার অবস্থা ও আকৃতি আকর্ষণীয়। আর বলা হয়—رَجُلٌ مَشْمُوْلُ الخَلَائِقِ অর্থাৎ সে তাদের মহৎ ব্যক্তি।’[৪]

যাবিদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘الشِّمَالُ শব্দের অর্থ : স্বভাব, চরিত্র। এর বহুবচন হলো : شَمَائِلُ।’[৫]

রাগিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘কেউ বলেছেন, মানুষের স্বভাব, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে شِمَال বলে। কেননা তা شِمَال তথা চাদরের ন্যায় তার শরীরের সাথে জড়িয়ে থাকে।’[৬]

সানআনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘الشَّمَائِل শব্দটি شِمَال শব্দের বহুবচন, অর্থ : স্বভাব। এখানে উদ্দেশ্য হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সুরত। প্রকাশ্য সুরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর দৈহিক গঠন ও আকৃতি, এবং অপ্রকাশ্য সুরত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর স্বভাব, চরিত্র।’[৭]

সুতরাং শামাইল বিষয়ে রচিত কিতাবগুলোতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৈহিক গঠন, আকার-প্রকার এবং তাঁর উত্তম স্বভাব, চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

---

[৪] আল-মুহিত ফিল-লুগাহ : ৭/৩৩৯।
[৫] তাজুল উরুস : ২৯/২৮৪।
[৬] তাজুল উরুস : ২৯/২৮৫।
[৭] আত-তানবির : ৮/২৭২।

অনুবাদক পরিচিতি

মুফতি ইলিয়াস খান। অত্যন্ত বিনয়ী, অমায়িক ও কোমল হৃদয়ের মানুষ। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। তিনি ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে পাবনার সাঁথিয়া থানার অন্তর্গত করিয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নয়াবাড়ি কাশিনাথপুর হাফিজিয়া কওমিয়া মাদরাসা থেকে কুরআনুল কারিম হিফজ করেন। এরপর জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় ইবতিদায়ি থেকে দাওরা পর্যন্ত পড়ালেখা করেন এবং সেখানেই উলুমুল হাদিস বিভাগে উচ্চতর পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। তারপর তালিমুল হিকমাহ রায়েরবাগ ঢাকা থেকে ইফতা বিভাগে উচ্চতর পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি বাইতুত তাকওয়া জামে মসজিদের (ছোট পাইটা, ডেমরা, ঢাকা) ইমাম ও খতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং জামিআ কারীমিয়া দারুল উলুম (বামৈল, ডেমরা, ঢাকা) মাদরাসায় কিতাব বিভাগে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দরস-তাদরিসের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। উস্তাদদের মনে রয়েছে তার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও মুহাব্বত। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী। শিক্ষাজীবনে মেধাতালিকায় সবসময়ই তিনি প্রথম সারিতে থাকতেন। সব বিষয়ে তিনি স্বচ্ছতা পছন্দ করেন। দায়িত্বের ক্ষেত্রে জবাবদিহি পছন্দ করেন। তাহকিকপূর্ণ লেখা লিখতে পছন্দ করেন। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন। আমিন।

মো. ইসমাইল হোসেন
পরিচালক, পথিক প্রকাশন

অনুবাদকের কথা

'আশ-শামাইল' সিরাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। আমরা সিরাতের অন্যান্য অধ্যায় গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করলেও শামাইল অধ্যায় দেখাই হয় না। যারা শামাইল অধ্যায় পাঠ করেন, তারাও তেমন গুরুত্বের সাথে পাঠ করেন না। আমাদের পাঠ্যসূচিতে থাকা সত্ত্বেও এর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিরাতের এই অধ্যায়ের ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা সত্যিই ভীষণ দুঃখজনক। অথচ এ অধ্যায়ে নবিজির দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা করার পাশাপাশি তাঁর স্বভাব, চরিত্র ও সর্বোত্তম আদর্শের বিবরণ রয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনুকরণীয়। তা ছাড়া শামাইল বিষয়ে অধ্যয়ন করা নবিজির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার দাবি।

শামাইল বিষয়ে রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ' কিতাবটি অত্যন্ত চমৎকার ও সুবিন্যস্ত। হাফিজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ কিতাবটি সম্পর্কে বলেছেন, 'অতীত ও বর্তমানে শামায়েল সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিতাব লিখেছেন। কেউ পৃথকভাবে আবার কেউ অন্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বাধিক উপকারী হলো, ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রসিদ্ধ কিতাব *আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ*।'

বিশিষ্ট ইসলামি স্কলার মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ কিতাবটির এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি গ্রন্থটি সমাদৃত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। পাশাপাশি চমৎকার ঢঙে ও সহজ-সাবলীল ভাষায় পরিবেশন করেছেন। এ ছাড়াও হাদিসের শিক্ষা, সূক্ষ্মদর্শন ও আহকাম বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিটি আলোচনায় রেফারেন্স যুক্ত করেছেন। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ফকিহগণ, হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ ও ভাষাবিদগণের কথার ওপর নির্ভর করেছেন এবং তাদের মতামত হুবহু অথবা এর বিষয়বস্তু উল্লেখ করেছেন। আর পরস্পরবিরোধী বর্ণনাগুলো নিরসনে ইমামগণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং পরস্পর বৈপরীত্যের চমৎকার সমন্বয় ও সমাধান বাতলে দিয়েছেন। প্রয়োজন অনুসারে হাদিসের শাস্ত্রীয় আলোচনা করেছেন। শব্দের আভিধানিক অর্থ উল্লেখ করেছেন এবং হাদিসে কোন অর্থ প্রযোজ্য, তা ব্যক্ত করেছেন। এমনকি শামায়িলুত তিরমিজির বর্ণনার সাথে অন্য কিতাবের হাদিসের বর্ণনার মিল থাকলে সেগুলোও উল্লেখ করেছেন।

শামাইল বিষয়ে আমি বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি, আমার অধ্যয়নে এটি সর্বোৎকৃষ্ট। ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি বলব, এটি এক কথায় অপূর্ব!

গ্রন্থটি নির্ভুল ও সমাদৃত করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, তা হলে আমাদের অবগত করবেন। আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রয়াসটুকু কবুল করুন এবং এর থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমিন।

ইলিয়াস খান
ছোট পাইটি, ডেমরা, ঢাকা।
১৯-৯-২০২২ইং

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে

خَلْق رَسُولِ اللَّهِ অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাহ্যিক আকার আকৃতি।

আর 'খুলুক' অর্থ হলো—স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, উত্তম চরিত্র।

ইবনুল আসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল-খুলুকু' লাম অক্ষরটিতে পেশ ও সাকিন হলে এর অর্থ হবে—দীন, স্বভাব, প্রকৃতি, মেজাজ।

এর হাকিকত হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ আকৃতি, যেটা হলো মানুষের আত্মা, এর গুণাবলি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি—এগুলো বাহ্যিক আকৃতি, এর গুণাবলি এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মতোই। উভয়টারই ভালো-মন্দ গুণাগুণ রয়েছে। (আল্লাহর) প্রতিদান ও শাস্তি বাহ্যিক আকৃতির তুলনায় অভ্যন্তরীণ আকৃতির সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।[৮]

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ প্রথমে বাহ্যিক গুণাবলির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেননা প্রথমে মানুষের বাহ্যিক গুণাবলির বিষয়ে জানা যায় এবং জাহিরি বিষয় বাতিনি বিষয়ের প্রমাণ বহন করে।

জাহির বাতিনের শিরোনাম হয়ে থাকে; অস্তিত্বে আসার দিক থেকেও জাহির বাতিনের অগ্রগামী হয়ে থাকে।

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْآدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى

[৮] আন-নিহায়া ফি গরিবিল হাদিসি ওয়াল-আসার: ২/৭০।

عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ».

[০১] রাবিআ ইবনু আবু আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, আবার একেবারে খাটোও ছিলেন না। ধবধবে সাদাও ছিলেন না, পিঙ্গল বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর চুলগুলো অধিক কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত দান করেছেন। তিনি মক্কাতে ১০ বছর এবং মদিনাতে ১০ বছর অবস্থান করেছেন। ৬০ বছর বয়সে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মৃত্যুদান করেছেন। তখন তাঁর মাথা ও দাড়িতে ২০টি চুলও পাকা ছিল না।'[৯]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

রাবি : রাবিআ ইবনু আবু আবদুর রহমান

তিনি হলেন—রবিআ ইবনু আবু আব্দুর রহমান ফাররুখ আত-তাইমি, আবু উসমান আল-মাদানি রাহিমাহুল্লাহ, যিনি রবিআতুর রাই নামে অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কয়েকজন সাহাবি এবং বড়ো বড়ো তাবিয়িকে পেয়েছেন। মদিনার ফকিহ ছিলেন এবং সেখানে ফতোয়া প্রদান করতেন। অধিক আগ্রহী হয়ে লোকজন তাঁর থেকে ইলম অর্জন করত। ১৩৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[১০]

بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ 'অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না'-এর ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ, তাঁর দীর্ঘতা এমন অধিক ছিল না, যেটা অসামঞ্জস্য, এবং তাঁর গঠন বেমানান ছিল না। এটাকেالطَّوِيل الْبَائِن বলে।

উপরোক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেহ মুবারকে দীর্ঘতা ছিল। তবে সেটা ছিল—মধ্যম গড়নের, তবে খাটোর তুলনায় লম্বার দিকে ঝোঁকা ছিলেন, যে কাঠামোটা প্রশংসিত।[১১]

---

[৯] সহিহুল বুখারি: ৩৫৪৮; সহিহ মুসলিম: ২৩৪৭।

[১০] তাহজিবুত তাহজিব: ৩/২৫৮

[১১] তুহফাতুল আহওয়াজি: ১০/ ৬৮

الْأَمْهَقِ। 'ধবধবে সাদাও ছিলেন না'-এর ব্যাখ্যা:

'আল-আমহাক' হলো ধবধবে সাদা, চুনের রঙের ন্যায়, যেটা দৃষ্টিকটু। দর্শনকারী কখনো কখনো এই বর্ণের ব্যক্তিকে কুষ্ঠরোগী মনে করে থাকে।[১২]

وَلَا بِالْآدَمِ 'পিঙ্গল বর্ণেরও ছিলেন না।'-এর ব্যাখ্যা:

'আল-উদমাতু' হলো তাম্রবর্ণ। উদ্দেশ্য হলো—তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার অধিক তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না; বরং তাঁর সাদার ভেতর লাল আভা শোভা পেত (অর্থাৎ লাবণ্যময়)। আরবরা এই বর্ণের লোকদের أسمر বলে।[১৩]

وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ 'তাঁর চুলগুলো অধিক কোঁকড়ানোও ছিল না'-এর ব্যাখ্যা

'আল-জা'দু' অর্থ এমন চুল, যাতে কুঞ্চন ও বক্রতা রয়েছে। 'আল-কতাত' অর্থ—অধিক কোঁকড়ানো।

وَلَا بِالسَّبْطِ' অধিক সোজাও ছিলে না।'-এর ব্যাখ্যা:

'আস-সাবতু' অর্থ-ছেড়ে রাখা সোজা চুল। উদ্দেশ্য হলো—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল মোবারক অধিক কোঁকড়ানো ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি ছিল। আর মধ্যপন্থা উত্তম পন্থা।

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল-জু'উদাতু ফিশ শাআর' এমন চুল, যা ছড়ানো যায় না এবং ঝুলন্ত ছেড়ে রাখা যায় না। আর 'আস-সবুতাতু' হলো এর বিপরীত। তিনি এ দুটোর মাঝামাঝি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[১৪]

بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً 'আল্লাহ তাআলা তাঁকে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত দান করেছেন'-এর ব্যাখ্যা:

---

[১২] শরহুন নববি আলা সহিহিল মুসলিম: ১৫/১০০

[১৩] ফাতহুল বারি: ৬/৫৬৯

[১৪] ফাতহুল বারি: ৬/৫৭০

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘এই বর্ণনাটি সেই মতকে সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সেই মাসেই নবুওয়াত দান করা হয়েছে, যে মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

জমহুর (অধিকাংশ আলিম) এর নিকট প্রসিদ্ধ হলো—তিনি রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং রমজান মাসে তাকে নবুওয়াত দান করা হয়েছে। এ মত অনুযায়ী, নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় নবিজির বয়স হবে ৪০ বছর ছয় মাস অথবা ৩৯ বছর ছয় মাস। সুতরাং যারা ৪০ বছর বলেছেন, তারা কেউ ছয় মাস বাদ দিয়ে বলেছেন অথবা ছয় মাস যুক্ত করে বলেছেন। তবে মাসউদি ও ইবনু আবদিল বার রাহিমাহুমাল্লাহ বলেছেন, তাঁকে রবিউল আউয়াল মাসে নবুওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ মত অনুযায়ী বরাবর ৪০ বছরই হবে।

কেউ বলেছেন, তাঁকে ৪০ বছর ১০ দিনে নবুওয়াত দান করা হয়েছে। যিআবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাঁকে ৪০ বছর ২০ দিনে নবুওয়াত দান করা হয়েছে।’[১৫]

فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً ‘তিনি মক্কাতে ১০ বছর এবং মদিনাতে ১০ বছর অবস্থান করেছেন। ৬০ বছর বয়সে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মৃত্যুদান করেছেন।’-এর ব্যাখ্যা:

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন।’[১৬]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও এমনটিই বর্ণনা করেছেন এবং জমহুর রাহিমাহুল্লাহ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই বর্ণনার ক্ষেত্রে বলা হবে, ৩ বাদ দিয়ে ৬০ বছরের কথা বলা হয়েছে।’[১৭]

وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ‘তখন তাঁর মাথা ও দাড়িতে ২০টি চুলও পাকা ছিল না।’-এর ব্যাখ্যা:

---

[১৫] ফাতহুল বারি: ৬/৫৭০
[১৬] সহিহ মুসলিম: ২৩৪৮
[১৭] ফাতহুল বারি: ৬/৫৭০

বরং পাকা চুলের সংখ্যা বিশের চেয়েও কম ছিল। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথার চুল ও দাড়িতে ১৪ টি পাকা চুল গণনা করেছি।’

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعَرَةً.

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ২০টির মতো চুল পাকা ছিল।’[১৮]

**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، حَسَنَ الْجِسْمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ أَسْمَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ».

[০২] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম গড়নের ছিলেন; অধিক লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। তিনি সুদর্শন দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চুলগুলো অধিক কোঁকড়ানোও ছিল না, কিংবা একেবারে সোজাও ছিল না। তিনি গৌরাঙ্গ (গোধূম রঙের) ছিলেন। চলার সময় তিনি সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন।’[১৯]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম গড়নের ছিলেন।’-এর ব্যাখ্যা:

খাটো ও লম্বার মাঝামাঝি অবস্থাকে ‘রবআতুন’ বলে। এজন্য এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—অধিক লম্বাও ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না। এই বর্ণনা আর প্রথম বর্ণনার বিষয় একই।

---

[১৮] হাদিস: হাসান লি-গাইরিহি। মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫৬৩৩।

[১৯] সুনানুত তিরমিজি: ১৭৫৪; সহিহুল বুখারি ও মুসলিমে এর মতো বর্ণনা রয়েছে— সহিহুল বুখারি: ৩৫৪৭; সহিহ মুসলিম: ২৩৪৭।

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান সনদে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, 'তিনি মধ্যম গড়নের ছিলেন, লম্বার নিকটতর ছিলেন।'[২০]

حَسَنَ الْجِسْمِ 'তিনি সুদর্শন দেহের অধিকারী ছিলেন।'-এর ব্যাখ্যা:

সুষম দেহকাঠামো এবং অঙ্গগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেউ বলেছেন, হুস্‌ন দ্বারা অধিক মোটা এবং শীর্ণকায় হওয়ার বিষয়কে খণ্ডন করা হয়েছে।

أَسْمَرَ اللَّوْنِ 'তিনি গৌরাঙ্গ (গোধূম রঙের) ছিলেন'-এর ব্যাখ্যা:

বাহ্যত এই বর্ণনা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবির বর্ণনার বিরোধী। বর্ণনাটি হলো—'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তামাটে বর্ণের ছিলেন না।' 'আল-উদমাতু' ও 'আস-সুমরাতু' উভয় শব্দের অর্থ একই, যা প্রথম হাদিসের ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হয়েছে। পাশাপাশি এই বর্ণনারও বিরোধী—

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلًا، كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ.

'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিইররানা নামক স্থান থেকে রাতে বের হলেন; মনে হচ্ছিল, তিনি স্বচ্ছ রুপার খণ্ড।'[২১]

এ ছাড়াও সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক ফরসা ছিলেন।'[২২]

আব্দুর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উভয় বর্ণনার তাতবিক (সমন্বয়) হলো—এখানে তামাটে বর্ণ থাকাকে খণ্ডন করা হয়নি; বরং অধিক তামাটে বর্ণ হওয়াকে খণ্ডন করা হয়েছে।

উল্লেখিত বর্ণনায় أَسْمَرَ اللَّوْنِ রয়েছে। হুমাইদ রাহিমাহুল্লাহ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এটা এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ব্যতীত আনাস রাদিয়াল্লাহু

[২০] ফাতহুল বারি: ৬/৫৬৯।
[২১] সুনানুন নাসায়ি: ২৮৬৪।
[২২] মুসনাদুল বাজ্জার: ৭৭৮৯; দালাইলুন নবুওয়্যাহ, ইমাম বাইহাকি: ১/২০৮।

আনহু থেকে অন্য বর্ণনাকারীগণ (তিনি শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণের ছিলেন) বর্ণনা করেছেন।[২৩]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত ১৫ জন বর্ণনাকারী নবিজির গায়ের রং 'শুভ্র' হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, 'তাম্র' বর্ণ হওয়ার বিষয় বর্ণনা করেননি। হাফিজ ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যার সারসংক্ষেপ হলো—শুভ্র হওয়ার বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বর্ণনাকারীর আধিক্যের কারণে এবং অধিক নিশ্চয়তার কারণে। এজন্য ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এই হাদিস সহিহ নয়, কেননা এটি অন্য সব হাদিসের বিরোধী।'

কেউ বলেছেন—সুমরা (তাম্র বর্ণ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—রক্তিম বর্ণ। কেননা আরবরা লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী ব্যক্তিকে أسمر বলে থাকে। ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা থেকেও বিষয়টি বুঝে আসে—'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুভ্র বর্ণের ছিলেন, তার শুভ্রতা লালের দিকে মায়েল ছিল।'[২৪]

আর যারা নবিজির শুভ্র বর্ণের হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য ধবধবে সাদা নয়, যেমনটা পূর্বের বর্ণনায় এসেছে—'তিনি ধবধবে সাদা ছিলেন না।' বরং তাদের উদ্দেশ্য সাদার মধ্যে লালিমা ছিল। অর্থাৎ তিনি গৌর বর্ণের ছিলেন।

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সাদা-লালমিশ্রিত বর্ণের লোকদের আরবরা أسمر (আসমারা) বলে থাকে। এজন্য হাদিস শরিফে এমনটা এসেছে।'[২৫]

নবিজির চাচা আবু তালিব তাঁর প্রশংসা করে যে কবিতাটি বলেছিলেন, সেখানে তিনি নবিজির রঙের ক্ষেত্রে أبيض (শুভ্র) শব্দ বলেছেন। ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মসজিদে নববিতে প্রায় সময়ই এই কবিতা আবৃত্তি করতেন,

'তিনি শুভ্র, তাঁর উসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। তিনি ইয়াতিমদের তত্ত্বাবধায়ক এবং বিধবাদের আশ্রয়স্থল।'

যারা এটা শুনেছেন, তারা বলেছেন, নবিজির রং এমন ছিল।

---

[২৩] সহিহুল বুখারি: ৩৫৪৭; সহিহ মুসলিম: ২৩৩০।

[২৪] দালাইলুন নবুওয়্যাহ: ১/২০৪; তুহফাতুল আহওয়াজি: ১০/৬৮।

[২৫] ফাতহুল বারি: ৬/৫৬৯।

কেউ বর্ণনা করেছেন, তিনি লালমিশ্রিত ফরসা ছিলেন। আবার অনেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুভ্র উজ্জ্বল ছিলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে অঙ্গগুলোতে সূর্যের আলো ও বাতাস লাগত, তা লালমিশ্রিত ফরসা ছিল। আর যে অঙ্গগুলো কাপড়ে ঢাকা থাকত, তা শুভ্র উজ্জ্বল ছিল। সুতরাং তাঁর রং শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণের ছিল। আর রক্তিম বর্ণ রোদ বাতাসের কারণে হয়েছিল।[২৬]

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'তাঁর চেহারায় যে তাম্র বর্ণ শোভা পেত, তা ছিল অধিক সফরের কারণে এবং সূর্যের তাপ লাগার কারণে।'[২৭]

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই সব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, سمرة (সামারাতুন) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই লাল, যেটা সাদার সাথে মিশ্রিত হয়েছে। আর ببياض (বায়াদুন) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লালমিশ্রিত সাদা। যেখানে লালের মিশ্রণ নেই, সেটাকে খণ্ডন করা হয়েছে। যে বর্ণের লোকদের আরবরা অপছন্দ করে এবং তাদের أمهق (আমহাক) তথা ধবধবে সাদা বলে।[২৮]

إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ 'চলার সময় তিনি সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন।'-এর ব্যাখ্যা:

চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন, যেমন জাহাজ চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝোঁকা থাকে। এখানে আরও মতামত রয়েছে, যে-সব আলোচনা 'নবিজির চলাফেরা' নামক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

**

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ الْيُسْرَى، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ».

[০৩] বারা ইবনুল আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যমাকৃতির ছিলেন। উভয় কাঁধের

[২৬] দালাইলুন নবুওয়্যাহ: ১/২৯৯।
[২৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া: ৮/৩৯২।
[২৮] ফাতহুল বারি: ৬/৫৬৯।

মাঝখান কিছুটা প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত ছিল। গায়ে লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদর শোভা পাচ্ছিল। আমি কখনো তাঁর চেয়ে সুন্দর কোনোকিছু দেখিনি।'[২৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ.

'লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদরে লম্বা কেশধারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আমি কাউকে দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল, উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না।'[৩০]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ 'উভয় কাঁধের মাঝখান কিছুটা প্রশস্ত ছিল।'-এর ব্যাখ্যা:

পিঠের উপরিভাগ প্রশস্ত ছিল। এর থেকে বুঝে আসে, সিনা মুবারকও প্রশস্ত ছিল। আর এটা আভিজাত্যের প্রতীক।[৩১]

অন্য নুসখায় بَعِيدَ তাসগিরের সিগাহ এসেছে।

বাজুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাসগিরের সিগাহ ইঙ্গিত করে যে, কিছুটা দূরত্ব ছিল। সুতরাং উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমিত অবস্থার বিপরীত ছিল না।'[৩২]

আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, বাহু ও কাঁধের হাড়ের সংযোগস্থলকে المنكب (মানকিব) বলে। এর অর্থ হলো, পিঠের উপরিভাগের প্রশস্ততা।'

নবিজির চুলের বর্ণনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহ।[৩৩]

**

[২৯] সহিহুল বুখারি: ৩৫৫১; সহিহ মুসলিম: ২৩৩৭।

[৩০] সহিহ মুসলিম: ২৩৩৭।

[৩১] শরহুশ শামাইল, বাজুরি, পৃষ্ঠা: ৩২।

[৩২] শরহুশ শামাইল, বাজুরি, পৃষ্ঠা: ৩২।

[৩৩] জামউল ওসাইল ফি শরহিশ শামাইল: ১/১৭।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

[০৪] আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁটে ছিলেন না, কিংবা অধিক লম্বাও ছিলেন না। হাত-পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মাংসল ছিল। মাথা কিছুটা বড়ো ছিল। গ্রন্থিসমূহ মোটা ও মজবুত ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি চিকন রেখা প্রলম্বিত ছিল। চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন। মনে হতো, তিনি কোনো উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর মতো কাউকে দেখিনি।’[৩৪]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ‘হাত-পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মাংসল ছিল।’-এর ব্যাখ্যা:

ইবনুল আসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘হাত-পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মোটা এবং পরিমিত লম্বা ছিল। কেউ বলেছেন, আঙুলগুলোর অগ্রভাগ মোটা ছিল এবং আঙুলগুলো ছোটো ছিল না; এরকম হওয়া পুরুষের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। কেননা এটা কোনোকিছু ধরার জন্য অধিক উপযোগী। তবে এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে নিন্দনীয়।’[৩৫]

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন—شَثْنُ (সাছনুন) অর্থাৎ তালু ও আঙুলগুলো পুরু হওয়া।’

কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পুরু হওয়া, ছোটো হওয়া। এখানে অমসৃণ হওয়ার কোনো সংযুক্তি নেই।’[৩৬]

---

[৩৪] সুনানুত তিরমিজি: ৩৬৩৭।

[৩৫] আন-নিহায়া: ২/৪৪৪।

[৩৬] ফাতহুল বারি: ১০/৩৫৯।

মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তালু মোটা হওয়া, অমসৃণ হওয়া এবং আঙুলগুলো মাংসল থাকা।'

যদি প্রশ্ন করা হয়, এটা তো আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনার বিরোধী, যেটা বুখারি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর সহিহতে বর্ণনা করেছেন—আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তালুর চেয়ে অধিক নরম কোনো রেশম বা নরম বস্ত্র স্পর্শ করিনি।' তা হলে এর প্রত্যুত্তরে বলা হবে :

কোমলতা ও মসৃণতা ছিল চামড়াতে, আর পুরুত্ব ছিল হাড্ডিতে। নবিজির শরীরে মসৃণতা ছিল এবং পরিপূর্ণ শক্তিও ছিল।[৩৭]

ইবনু বাত্তাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তালু মাংসল ছিল এবং মসৃণও ছিল।'

আসমায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'الشثن (আস-সাসনু) হলো—তালু মোটা হওয়া এবং অমসৃণ হওয়া। কিন্তু অমসৃণ হওয়ার ব্যাখ্যা উপযুক্ত নয়। খলিল ও আবু উবাইদ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই উত্তম। তারা বলেছেন, মাংসল হওয়া এবং মজবুত হওয়া।

الشثن (আস-সাসনু)-এর ব্যাখ্যায় আসমায়ি রাহিমাহুল্লাহ-এর কথা মেনে নিলে বলা হবে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তালুর দুই সময়ের অবস্থা দুভাবে বর্ণনা করেছেন। যখন নবিজি জিহাদে অথবা গৃহের কোনো কাজ নিজ হাতে করতেন, তখন তার হাতের তালু অমসৃণ হতো। আর যখন কাজ থেকে বিরত হতেন, মসৃণতা ফিরে আসত, যেটা ছিল নবিজির সৃষ্টিগত সৌন্দর্য।[৩৮]

ضَخْمُ الرَّأْسِ অর্থাৎ, মাথা বড়ো হওয়া।

বাজুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অন্য বর্ণনায় عظيم الرأس(আজিমুর রা'অছি) রয়েছে। মাথা বড়ো হওয়া পূর্ণাঙ্গ ধীশক্তির অধিকারী হওয়ার প্রমাণ। পাশাপাশি এটা শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।'[৩৯]

---

[৩৭] তুহফাতুল আহওয়াজি: ১০/৮১।
[৩৮] শরহু সহিহিল বুখারি, ইবনু বাত্তাল: ৯/১৫৭; ফাতহুল বারি: ১০/৩৫৯।
[৩৯] শরহুশ শামাইল, পৃষ্ঠা: ৩৭।

ضَخْمُ الْكَرَادِيس ‘গ্রন্থিসমূহ মোটা ও মজবুত ছিল।’ অর্থাৎ হাড্ডির অগ্রভাগ মজবুত ছিল। এর একবচন হলো كردوس (কারদুসুন), কেউ বলেছেন, প্রত্যেক মোটা দুই হাড্ডির সংযোগস্থল। যেমন—উভয় হাঁটু, উভয় কনুই, উভয় কাঁধ।[৪০]

الْمَسْرُبَةِ অর্থ: চুলের সরু রেখা, যেটা বুক হতে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত।[৪১]

**

عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبِ». قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ؟ قَالَ: عَظِيمُ الْفَمِ، قُلْتُ: مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شِقِّ الْعَيْنِ، قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ.

[০৫] সিমাক ইবনু হারব রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশস্ত চেহারার অধিকারী ছিলেন। চোখের শুভ্রতার মাঝে কিছুটা লালিমা ছিল। তিনি সুষম গোড়ালিবিশিষ্ট ছিলেন।’

শুবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি সিমাক রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ضَلِيعَ الْفَمِ (দালিউল ফাম) কী?

তিনি বললেন, প্রশস্ত চেহারা।

আমি বললাম, أَشْكَلُ الْعَيْنِ (আশকালুল আইন) কী?

তিনি বললেন, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট।

আমি বললাম, مَنْهُوسُ الْعَقِبِ (মানহুসুল আকাব) কী?

তিনি বললেন, গোড়ালিতে মাংস কম হওয়া।’[৪২]

---

[৪০] তুহফাতুল আহওয়াজি: ১০/৮১।
[৪১] আস-সিহাহ: ১/১৪৭।
[৪২] সহিহ মুসলিম: ২৩৩৯।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সিমাক রাহিমাহুল্লাহ ضَلِيعَ الْفَمِ (দালিউল ফাম)-এর যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই অধিকাংশ আলিমের মত এবং এটাই বিশুদ্ধ। আরবরা প্রশস্ত চেহারাকে পছন্দ করে এবং ছোটো চেহারাকে অপছন্দ করে।

এটাই ضَلِيعَ الْفَمِ (দালিউল ফাম) -এর ক্ষেত্রে সা'লাবের কথার ব্যাখ্যা— واسع الفم। (ওয়াসিউল ফাম) অর্থাৎ, প্রশস্ত চেহারাবিশিষ্ট।

শিমর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ضليع الفم-এর ব্যাখ্যা হলো—দাঁতগুলো বড়ো বড়ো হওয়া।

সিমাক রাহিমাহুল্লাহ أَشْكَلُ الْعَيْنِ (আশাকালুল আইন)-এর যে ব্যাখ্যা করেছেন, সে বিষয়ে কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলিমগণের ঐক্যবদ্ধ মত হলো, এটা সিমাক রাহিমাহুল্লাহ-এর ওহাম (ভুল ধারণা) এবং এটা স্পষ্ট ভুল।

সঠিক মতামত হলো, যে ব্যাপারে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং আবু উবাইদ-সহ 'গরিবুল হাদিস' বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন যে, الشكلة। হলো—চোখের সাদা অংশের মধ্যে লালিমা, যেটা প্রশংসনীয়। আর الشهلة। হলো—চোখের কালো অংশের মধ্যে লালিমা।

مَنْهُوسُ (মানহুসুন)-এর ব্যাখ্যা:

জমহুর (অধিকাংশ আলিম) বলেছেন, س দিয়ে পড়া হবে। তাহরিরের লেখক ও ইবনুল আসির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ش পড়া হবে। সিন ও শিন যেটা-সহই পড়া হোক, অর্থ কাছাকাছি। অর্থ হলো—গোড়ালি হালকা হওয়া, গোড়ালিতে মাংস কম থাকা।'[৪৩]

**

[৪৩] শরহুন নববি: ১৫/৯৩।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ».

[০৬] জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পূর্ণিমা রাতে লাল ডোরাকাটা জোড়া কাপড়ে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর দিকে ও চাঁদের দিকে বারবার দেখছিলাম, আমার নয়নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলেন।'[৪৪]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ 'পূর্ণিমা রাতে'-এর ব্যাখ্যা:

আলোকময়, উজ্জ্বল, পূর্ণিমা রাত।

আল্লামা জমখশারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এমন রাত, যার শুরু এবং শেষ জ্যোৎস্নাময় হয়।'[৪৫]

فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ অর্থাৎ, আমি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম প্রাধান্য দেওয়ার জন্য, কে বেশি সুন্দর?

বাজুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উদ্দেশ্য হলো—গভীরভাবে লক্ষ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অধিক সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করা।'[৪৬]

فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ 'আমার নয়নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলেন।' অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের আধিক্য বর্ণনা করা।

---

[৪৪] সুনানুত তিরমিজি: ২৮১১; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৭৩৮৩।

[৪৫] আল-ফাইক ফি গরিবিল হাদিস: ২/১০০।

[৪৬] শরহুশ শামাইল, পৃষ্ঠা: ৭০।